গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৬ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহান নেতা মাও সে-তুঙ লালসেলাম

'আমরা বিপ্লবী, আমরা জনগণের জন্যই কাজ করছি, কিন্তু জনগণের ভাষা যদি আমরা না শিখি, তাহলে কাজ আমরা ভালভাবে করতে পারি না। বর্তমানে প্রচারের কাজে যুক্ত বহু কমরেডই ভাষা নিয়ে কোনও মাথাই ঘামান না। ফলে, তাঁদের প্রচারের মধ্যে প্রাণ থাকে না, তা নীরস হয় এবং সেইজন্যই তাঁদের লেখা পড়তে, কিংবা তাঁদের কথা শুনতে খুব অল্প মানুষই আগ্রহ দেখায়।...

আমাদের ভাষা শিখতে হবে জনগণের কাছ থেকে। জনগণ যে ভাষায় কথা বলে, তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, জীবন্ত এবং তাতে বাস্তব জীবনের যথার্থ অভিব্যক্তি থাকে। আমাদের অনেকেই ভাষা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারেনি বলেই তাদের রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে বলিষ্ঠ, প্রাণোচ্ছল ও কার্যকরী অভিব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়।. . .

আমাদের দলের সমস্তরকম প্রায়োগিক কাজের ক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্ব মানেই হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে নাও, আবার জনগণকে দাও।' এর অর্থ হচ্ছে, জনগণের চিন্তাভাবনাগুলি (অগোছালো ও অসংবদ্ধ চিন্তাভাবনা) সংগ্রহ করো এবং সেগুলিকে সংহত করো (খুঁটিয়ে অনুধাবন করার দ্বারা তাকে গোছালো ও সুসংবদ্ধ চিন্তায় পরিণত করো) এরপর সেই চিন্তাগুলি নিয়ে জনগণের মাঝে যাও, প্রচার করো, যতক্ষণ না জনগণ তাকে নিজেদের চিন্তা বলে গ্রহণ করছে ততক্ষণ সেগুলি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে যাও, ঐ চিন্তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো এবং কাজে পরিণত করো। এই কাজের মধ্য দিয়েই পরীক্ষা করে দেখো ঐ চিন্তাগুলি সঠিক কিনা।''

— মাও সে-তুঙ

---

৯ সেপ্টেম্বর

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা

চীন বিপ্লবের রূপকার

কমরেড মাও সে-তুঙ স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে,

বিকাল ঃ ৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

আমার দেহ জেলের ভিতর থাকলেও মন থাকবে কুলতলির গ্রামে গ্রামে

আদালতে আত্মসমর্পণের আগে হাজার হাজার মানুষের জমায়েতে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

জননেতা বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত কলকাতায় আলিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন ১৯ আগস্ট। সুদূর সুন্দরবনের কুলতলি থেকে হাজারে হাজারে গরিব সাধারণ মানুষ ও মা-বোনেরা কলকাতায় এসে বীরের সম্বর্ধনা দিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছেন জেল গেটে। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীন ভারতে নজিরবিহীন। একদিকে চোখে জল, তবু দৃপ্ত শপথে অটল সুন্দরবনের হাজার হাজার গরিব চাষী-মজুর ; অন্যদিকে, কিছু সময় বাদেই আজীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যে মানুষটি কারান্তরালে চলে যাবেন সেই কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের দৃঢ় অবিচল মূর্তি ও ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা স্নিগ্ধ স্মিত হাসি। এইসব কিছু মিলে সেদিন এমন এক পরিবেশ গড়ে ওঠে, যা দেখে সাংবাদিকরাও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'মনে হচ্ছিল, তিনি যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছেন', কেউবা বলেছেন, 'আদালতের আইনের বিচারে প্রবোধ পুরকাইত অপরাধী হলেও, কুলতলির মানুষের চোখে তিনি নির্দোষ, তাদের একান্ত আপনজন, প্রিয় নেতা।'

সুন্দরবনের বিশেষত কুলতলির হাজার হাজার নরনারীর সম্বর্ধনা মিছিলের চাপে এদিন স্তব্ধ হয়ে যায় দক্ষিণ কলকাতার যানবাহন। গোসাবা থেকে আসা একটি সাধারণ যাত্রী বোঝাই বাসও থমকে যায় বালিগঞ্জ বিজন সেতুর সামনে। বাসের যাত্রী এক বয়স্ক মানুষ সেইসময় উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্মীদের দেওয়া কুলতলির ঘটনা সংক্রান্ত একটি হ্যান্ডবিল সকল বাসযাত্রীকে পড়ে শোনান। সকলে স্তব্ধ হয়ে শোনেন। হ্যান্ডবিলটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসযাত্রী এক যুবক বলে ওঠে — 'আপনার বলা শেষ হল ? এবার খেলার খবরটা বলুন তো।' এই বিদ্রূপে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বয়স্ক মানুষটি। তিনি যুবকটিকে বলেন — 'খেলার খবর চাও ? চল কুলতলি, দেখিয়ে আনব সিপিএম সেখানে কী খেলা খেলছে।' বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও যুবকটির এই আচরণে রুষ্ট হন। টের পেয়ে আমাদের দলের কর্মীরা বাসে উঠে জনতার ক্রোধ থেকে যুবকটিকে রক্ষা করেন। পরে ঐ বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের কর্মীদের বলেন, 'আমি গোসাবার লোক, কুলতলিতে আমার যাতায়াত আছে। আমি জানি সেখানে কী চলছে !'

উত্তর কলকাতা থেকে আসা আর একটি বাসও দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছে তখন আটকে গেছে। বাসে বসে থাকা এক যুবক মন্তব্য করে — 'একটা খুনি আসামীকে নিয়ে মিছিল করার কোন মানে হয়'? এই মন্তব্যে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। জ্বলে ওঠেন বাসযাত্রীরা। 'কে বলেছে প্রবোধ পুরকাইত খুনি ? একটা নিরপরাধ ভাল মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ভরতে লজ্জা করে না ?' যুবকটি একেবারে চুপসে যায়। এই দুটি ঘটনাই বলে দেয় — এস ইউ সি আই এবং কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সম্বন্ধে রাজ্যের জনগণের মধ্যে শ্রদ্ধা ভালবাসা কতখানি।

ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিলের খরচ মেটাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চাই। রাজ্যবাসীর কাছে দলের রাজ্য সম্পাদক সাহায্যের আবেদন করেছেন। কুলতলির গরিব মানুষ নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরে বিক্রি করে সেই টাকা দিচ্ছেন, এমনকী ভিখারিও ভিক্ষে করে টাকা জোগাচ্ছেন। কিন্তু ন্যায়বিচার যদি না মেলে তাহলে কি কুলতলির মানুষ ভেঙে পড়বেন ? না, তাঁরা সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছেন। প্রবোধবাবুর অবর্তমানে তাঁর অপূরিত কাজকে সঙঘবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছেন তাঁরা। ১৯ আগস্ট তাঁদের প্রিয় নেতাকে নজিরবিহীন বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে কলকাতায় হাজির হয়ে তাঁরা সেই অঙ্গীকারই ঘোষণা করে গেলেন।

তাঁরা কলকাতা পৌঁছেছেন সুদূর সুন্দরবন এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে, গাড়িতে চেপে। অনেকে আগের দিন রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। ব্যাগে, পুঁটুলিতে মুড়ি, রুটি আর গুড় বেঁধে এনেছিলেন দু'দিনের খাবার হিসাবে। বয়স্ক মহিলারা অনেকে আগের রাত থেকে কিছুই খাননি। বলেছেন, 'আমাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা খাবো ?' বলেছেন, 'আমাদের ভাত জুটতো না, মাইলো খেয়ে থাকতাম, বাবুদের জমিতে বেগার খাটতাম। এই ছেলে আমাদের নিয়ে

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতার হাজরা মোড়ে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। (উপরে) মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

নদিয়ায় বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, বিড়ি শিল্পে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ও শ্রমিক কল্যাণ সংগঠনকে বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন নদিয়া জেলার আহ্বানে করিমপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমপ্লেক্সে করিমপুর ব্লকের বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ৫ শতাধিক শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত হন। সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধোড়াদহ অঞ্চলের বিড়ি শ্রমিক শ্রীমতী পূর্ণিমা হালদার। ২০ দফা দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাবের উপর ১২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিড়ি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি হাজার বিড়ির জন্য ৭১ টাকা বেঁধে দিয়েছিল। মালিকরা কোথাও সেই মজুরি দিচ্ছে না। বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও সরকার সে বিষয়ে কোন কর্ণপাত করেনি। সিপিএম সরকার ও তাদের নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে মালিকরা চুক্তি করে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘন করে বেতন নির্ধারণ করে মাত্র ৪১ টাকা।

(উপরে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড অশোক দাস।
(নিচে)উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকদের একাংশ

সম্মেলনের সভাপতি, জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে বলেন নদীয়া জেলায় প্রায় ৪০ হাজার বিড়ি শ্রমিক আছে যাদের মজুরি হাজার বিড়ির জন্য মাত্র ১৭-২২ টাকা। ভিক্ষাতুল্য মজুরি জুটলে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই সরকারের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তিনি জেলায় প্রতিটি ব্লকে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক নিয়োগ, প্রকৃত বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদান এবং শ্রমিক কল্যাণ সংগঠনের অধীন প্রতিটি ব্লকে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার দাবি করেন। সম্মেলনে কমরেড চন্দনা প্রামাণিককে সভানেত্রী ও কমরেড আব্বাস আলি সেখকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাতপুকুরিয়া নদী সংস্কারের দাবিতে গণডেপুটেশন

গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে মথুরাপুর ১নং ব্লক সহ কুল্পী ব্লকের চণ্ডীপুর, গাজীপুর, রামকৃষ্ণপুর, ঢোলা এবং মন্দিরবাজার ব্লকের গাববেড়িয়া, ঘাটেশ্বর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার বিঘা ধানের জমি জলবন্দি হওয়ায় আমন চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই এলাকার জল নিষ্কাশনের প্রধান পথ সাতপুকুরিয়া নদী দীর্ঘদিন হল সংস্কার হয়নি। সাতপুকুরিয়া স্লুইস গেটের উভয় দিকে পলি জমে উঁচু হয়ে যাওয়ায় জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। চাষীদের অভিযোগ ৯৬-৯৭ সালে সেচবিভাগ এই নদী সংস্কারের জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। কিন্তু এই টাকা সংস্কারের কাজে না লাগিয়ে সিংহভাগটাই সিপিএম পরিচালিত মথুরাপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতি আত্মসাৎ করে। ফলে হাজার হাজার চাষীর জীবনে মারাত্মক সর্বনাশ নেমে এসেছে। 'চাষী বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে গত ১৬ আগস্ট প্রায় পাঁচ শতাধিক চাষী ও মজুর সাতপুকুরিয়া নদী সংস্কার, দুগর্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ, মজুরদের রিলিফ ও আগামী বোরো চাষের জন্য সবরকমের সাহায্যের দাবিতে মথুরাপুর ১নং বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেয়। ফাল্গুনী হালদার ও মানিক কপাটের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিতে যান। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

উপস্থিত চাষী ও খেতমজুরদের সভায় বক্তব্য রাখেন সমীরশেখর নাইয়া, শ্যামল প্রামাণিক, সুকুমার নাইয়া, নটবর সর্দার, নজরুল লস্কর প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদে নাগাসাকি দিবস পালিত

৯ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, ভগবানগোলা, হরিহরপাড়া, ইসলামপুর ও কান্দীতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পথ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নাগাসাকি দিবস পালিত হয়। বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন শিবু সান্যাল, মহম্মদ সেলিম, কমলকান্তি ঘোষ, খাদিজা বানু ও প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। 'যুগাগ্নি' নাট্য সংস্থা নারী নির্যাতন বিরোধী পথ নাটক 'আমি মেয়ে' পরিবেশন করে। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমেন দাস, আবৃত্তি পরিবেশন করেন সঙ্গীতা নন্দী ও তরুণ সরকার। হরিহরপাড়ায় রাইহান বিশ্বাসের নেতৃত্বে সুসজ্জিত মিছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানায়। ভগবানগোলার পথসভায় বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম, অমর ব্যানার্জী। ইসলামপুরের পথসভায় কাজী নাজমুল ইসলাম, আনসার আলী সহ অন্যান্য বক্তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের দিকগুলো তুলে ধরেন। কান্দী বিশ্রামতলার পথ অনুষ্ঠানে 'ঝড়' নাট্যগোষ্ঠীর মহিলা শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশ করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন কবি মলয় মিশ্র এবং বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পঞ্চানন দাস। বক্তব্য রাখেন গৌতম সাহা। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন অনুপ সিন্‌হা।

পার্টির হাওড়া জেলা অফিস উদ্বোধন

৩১ জুলাই, '০৫, রবিবার বালি থানার বেলুড় স্টেশনের কাছে ৩২, ধর্মতলা রোডে এস ইউ সি আই দলের হাওড়া জেলা অফিস উদ্বোধন করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী জেলা সদর দপ্তর গড়ে তোলার ইতিহাস এবং প্রয়োজন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে বলেন, গণআন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অফিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্বোধনী ভাষণে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সমস্ত গণআন্দোলনে একদিকে যেমন পুলিশি অত্যাচার বাড়ছে অন্যদিকে দলের নেতা কর্মীদের নানারকম মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। গণআন্দোলনকে এভাবে স্তব্ধ করে দেওয়ার কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের মুক্ত করে আনা জনগণের আন্দোলনের স্বার্থেই প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বর্তমানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দলের পুনরুজ্জীবন ও সংহতি গড়ে তোলার যে আহ্বান রেখেছে তাকে বাস্তবায়িত করতে যে ধরনের আদর্শগত সংগ্রাম ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সকল নেতা কর্মীদের গভীর আবেগের সাথে সেই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। এরপর কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণটি টেপরেকর্ডারে শোনানো হয়।

ইউটিইউসি-এলএস'এর

বি বা দী বাগ আঞ্চলিক সম্মেলন

গত ১৮ আগস্ট তারাপদ মেমোরিয়াল হলে ইউ টি ইউ সি -লেনিন সরণীর বি বা দী বাগ আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, পি এন টি, রেল এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন ইউনিয়নের কর্মীরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে সর্বস্তরের কর্মচারীদের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং মালিকশ্রেণীর সর্বব্যাপী আক্রমণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত একমাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী শ্রমিকস্বার্থে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সম্মেলনে মালিকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়েছে। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড শুভাশিস দাস। সভায় ইউ টি ইউ সি -এল এস অনুমোদিত বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মূল প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভায় সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক দেব এবং বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড শান্তি ঘোষ সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং কর্মচারীদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। কমরেড শুভাশিস দাসকে সম্পাদক ও কমরেড বঙ্কিম বেরাকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

করণদীঘিতে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

মালিকপক্ষ এবং মালিকদের মদতপুষ্ট রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রে শ্রমিকরা যে বারবার ঠকছে উত্তর দিনাজপুরের করণদীঘির বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা আবারও দেখা গেল। মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি মালিকদের কাজ উত্তর দিনাজপুরেও বিস্তৃত। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ গত ৫ জুলাই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এক হাজার বিড়ি প্রতি ৩.৮০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেও চুক্তি কার্যকরী করতে টালবাহানা করছে। ১ আগস্ট থেকে এই চুক্তি কার্যকরী হওয়ার কথা। মালিক বা প্রশাসনের তরফে চুক্তি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ না দেখতে পেয়ে এস ইউ সি আই প্রভাবিত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আন্দোলনে নামে এবং মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেয়। মহকুমা শাসক ৮ আগস্ট ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে মালিকপক্ষ না এসে বৈঠক বানচাল করে দেয়। এসডিও ইউনিয়নপক্ষের বক্তব্য জানতে চান। কংগ্রেসের আইএনটিইউসি এবং সিপিএমের সিটু ২০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়ে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে দেয় এবং মালিকপক্ষকে বর্ধিত মজুরি কার্যকরী করা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। ১৬ আগস্ট হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক বর্ধিত মজুরি কার্যকরী করার দাবিতে করণদীঘি বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড কমল দে ও সম্পাদক কমরেড মুকতার আহমেদ।

কালীঘাটে বসতি এলাকায় মদের দোকান চালুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার রাজ্য জুড়ে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে হীন পন্থায় অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার জেলায় জেলায় মনীষীদের নামাঙ্কিত জায়গা থেকে মদের লাইসেন্স বিলি করছে। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে বসতি এলাকা, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি আছে কিনা বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে না। সম্প্রতি কালীঘাট এলাকার ৩৩/১ মহিম হালদার স্ট্রীটে নতুন একটি মদের দোকান খোলা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা দোকানটি বন্ধ করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে একপক্ষকালের বেশি সময় ধরে দোকানের সামনে পিকেটিং চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এলাকার বহু মহিলা এবং বিশিষ্ট নাগরিক এই মহতী আন্দোলনে যুক্ত আছেন। এস ইউ সি আই কালীঘাট আঞ্চলিক কমিটি এবং ডি ওয়াই ও, ডি এস ও এই যুক্ত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দোকানটির ১০০০ ফুটের মধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত কালীঘাট কালীমন্দির, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, কালীঘাট মহাকালী পাঠশালা, যোগমায়া দেবী কলেজ সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এজন্য অবিলম্বে মদের দোকানটি বন্ধ করার দাবি করা সত্ত্বেও কালীঘাট থানা কোন এক অজ্ঞাত কারণে নীরবতা পালন করছে। ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৩ আগস্ট পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়া এলাকার কিছু বিউটি পার্লারে যে অসামাজিক কাজ চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। থানায় বিক্ষোভে কয়েকশত মানুষ অংশ নেন। এছাড়া দোকানের সামনে বিক্ষোভে এলাকার মহিলা সহ বহু নাগরিক সক্রিয় অংশ নেন।

আই এম ডি টি আইন বাতিল

ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে

আসামের ধর্মীয় এবং ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করা আই এম ডি টি (ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইবুন্যাল) আইন উচ্চতম আদালতের রায়ে বাতিল ঘোষণার পর রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলে জনগণের নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কাজনিত যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির নিরসনের পথ তথা জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে দলের গোয়ালপাড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ওয়েস্ট গোয়ালপাড়া কলেজ প্রাঙ্গণে গত ২৭ জুলাই এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য, প্রখ্যাত জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, মাসখানেক আগে আসামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের উপর সাম্প্রদায়িক তথা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির যে আক্রমণ ডিব্রুগড়ে শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমাদের দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধুবরী, গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন জনসভাতে এবং আগেও বিভিন্ন সময় যে কথাটা আমি আপনাদের নির্ভুল অঙ্কের মতে যুক্তি করে বোঝাতে চেয়েছিলাম তাহল, সংখ্যালঘু মানুষের ত্রাণকর্তা হিসাবে নিজেকে জাহির করা কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার পরও যে আক্রমণটা ঘটতে পারল সেটা আদৌ আকস্মিক নয়। '৭৯ সালে শুরু হওয়া আসাম আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় এই আক্রমণ এবং যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল অংশের শোষিত মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে জনসাধারণকে এই অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট শক্তিসমূহকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যায় তাহলে এই আক্রমণ এক জায়গায় থাকবে না। গত ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আই এম ডি টি বাতিল করার মধ্য দিয়ে আবার একটা মারাত্মক আক্রমণ সংগঠিত হল।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, ৫ বছর আগে বিজেপি-আর এস এস এর নির্দেশে ও এজিপির প্রতিনিধি হিসাবে উগ্রপ্রাদেশিকতাবাদী শক্তি আসু আই এম ডি টি বাতিলের অন্যায় দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল। পরবর্তীতে — "আমরা ক্ষমতায় এলে আই এম ডি টি বাতিল হবে না" — সংখ্যালঘু জনগণকে এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরও বিভিন্ন সময়ে আই এম ডি টি বাতিলের প্রশ্নে সুকৌশলে প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির সাথে কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতার মানসিকতা লক্ষ্য করেই গত ৫টা বছর ধরে আমরা এই কথাটা বার বার বলে আসছি যে, যেকোন সময় আই এম ডি টি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় আছে। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারের পক্ষে যে কাজটা সরাসরি করা সম্ভব ছিলনা এবং ঠিক যে কারণে পার্লামেন্টে আই এম ডি টি বাতিলের উদ্দেশ্যে বিজেপি উত্থাপিত বিলটি সরাসরি কংগ্রেস সমর্থন করতে পারেনি, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ার পর কাজটা তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে গেল। ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল আগের এজিপি সরকারের আই এম ডি টি বাতিলের পক্ষে পেশ করা হলফনামা প্রত্যাহার করে তারা নতুন হলফনামা দেবে। কিন্তু পরবর্তীতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত উকিল কংগ্রেসের নেতা কপিল সিবাল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টে এজিপির দেওয়া হলফনামা প্রত্যাহার না করে আই এম ডি টি বহাল রাখার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি-তথ্য পেশ না করে শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তারা অতিরিক্ত হলফনামা যুক্ত করে দেয়, কার্যত যার ফল হল আই এম ডি টি বাতিলের পক্ষে কংগ্রেসের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন। কংগ্রেসের তথাকথিত সংখ্যালঘু দরদী বিধায়করা কি এতই নির্বোধ যে এই কৌশল সেদিন তারা বুঝতে পারেনি ?

কংগ্রেস সরকারের এই দু'মুখো নীতির মুখোশ খুলে দিয়ে বিষয়টা গভীরভাবে ভেবে দেখার আহ্বান জানিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহায্যে বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা আগেই বলেছিলাম যে, জনগণের ন্যায্য আশা আকাঙক্ষা পূরণের পথে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আলফা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমস্যাকে সমাধান করার সঠিক পথ অনুসরণের পরিবর্তে শুধুমাত্র পুলিশ মিলিটারি দিয়ে মোকাবিলা করতে গিয়ে যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থেই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক দালাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আসু-এজিপির মতো উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিকে সন্তুষ্ট করার পথ নিয়েছে। ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার তা কংগ্রেসের কিংবা বিজেপি-এজিপি যারই হোক, আই এম ডি টির প্রশ্নে আসলে তারা কী চায় সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুপ্রিমকোর্টের রায় কার্যত তারই ফলশ্রুতি। তিনি বলেন, একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সকল অঙ্গগুলোই পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এবং মূলত পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। ফলে শোষিত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া শুধুমাত্র আইনের লড়াইয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না।

আই এম ডি টি আইন সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগগুলো খণ্ডন করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, এই আইন কেবলমাত্র আসামেই প্রযোজ্য এবং এই কারণেই বৈষম্যমূলক — এই অভিযোগ নির্জলা মিথ্যাচার। কারণ এই আইন ভারতবর্ষের জন্যই প্রণীত এবং দেশের যে কোন রাজ্যে আসামের মতো সমস্যার উদ্ভব হলে শুধুমাত্র একটা নোটিশ দিয়ে সরকার সেখানে এই আইনকে চালু করতে পারে — এ কথাটা আই এম ডি টির প্রস্তাবনাতেই লেখা আছে। তাছাড়া এই আইনের ভিত্তিতেই ত্রিপুরায় বিদেশি সনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সুতরাং এই আইন বৈষম্যমূলক কোন অর্থেই বলা যায় না। দ্বিতীয়ত অভিযোগে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব এই আইনে অভিযোগকারীকে দিচ্ছে — এটা নাকি ঘোরতর অন্যায় এবং এর ফলেই বিদেশি নাগরিক চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আইনশাস্ত্রের অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে, Burden of proof lies with the prosecution অর্থাৎ, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী যে অভিযোগ আনছে তা যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে হবে অভিযোগকারী ব্যক্তিকেই; অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নয়। আইন শাস্ত্রের এই নীতি অবজ্ঞা করে এই আইনে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী উভয়কেই প্রমাণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সেদিক থেকে আই এম ডি টি সম্পর্কে উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগও সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে কমরেড ভট্টাচার্য আরো বলেন যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের রাজনীতি অর্থনীতি আইন আদালত সব কিছুকেই, সমস্ত ঘটনাকেই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই বিচার করে বুঝতে হবে। তিনি বলেন, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন রাজনৈতিক দল শ্রেণীর ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। একদিকে শোষকের স্বার্থরক্ষাকারী দল এবং অন্যদিকে শোষিতের — এই দুইএর বাইরে কোন চরিত্রের দল থাকতে পারেনা। কংগ্রেস, বিজেপি, এজিপি সহ অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলো আসলে কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি, কোন্ শ্রেণীর মদতে, কোন্ শ্রেণীর টাকায়, কোন্ শ্রেণীর প্রচারে বলীয়ান হয়ে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে রাজনীতি করছে — একথাটা ভালো করে বুঝতে হবে। এদের লেজুড়বৃত্তি করে শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার পথ যে নেই আই এম ডি টি বাতিল করার মধ্য দিয়ে তা আরো একবার প্রমাণিত হল।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আই এম ডি টি বাতিল হওয়ার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জনসাধারণের উপর যে আক্রমণটা নেমে এল সেটা ঘটতে পারার মত একটা অনুকূল পরিস্থিতি সারা দেশ তথা আসামে প্রবলভাবে বিরাজ করছে। মুসলিম বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িকতা এবং বিশেষ করে আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী মানসিকতা আই এম ডি টি বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে একটা অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সারা দেশ আজ আচ্ছন্ন। স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৫ বছরের কংগ্রেসের শাসনে এরকম একটা দিন যায়নি, যেদিন দেশের কোন না কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে কঠোর হাতে দমন করার পরিবর্তে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে জনসাধারণকে বিভক্ত করা এবং শাসন করা (Devide and rule) এই নীতিই চালিয়ে আসছে এবং তার ফলশ্রুতিতেই আর এস এস এবং পূর্বতন জনসংঘ (যা আজ বিজেপি), স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে যাদের কোন গণভিত্তিই ছিল না, তারা মাথা তুলতে পারল এবং অবশেষে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস, এবং গুজরাট কাণ্ডের মত অসংখ্য জঘন্য সাম্প্রদায়িক ঘটনা সৃষ্টি করতে পারল। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আর এস এস-বিজেপিই হোক কিংবা আসু এজিপিই হোক তারা কেবলমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শত্রুই নয়, তারা ফ্যাসিস্ট শক্তি এবং সেজন্যই গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, মানবতাবাদ এবং সর্বোপরি কমিউনিজমের শত্রু। হিটলারের ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষের ধ্বনি তুলে লাখ লাখ ইহুদিকে নিধন করেছিল শুধু তাই নয়, হিটলারের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল কমিউনিজম এবং সেজন্যই জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্যাপকভাবে কমিউনিস্ট হত্যা করেছিল এবং অবশেষে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সেই দেশ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের হাতেই হিটলারের পরাজয় হয়েছিল। একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শই প্রত্যেক দেশের ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোকে পরাস্ত করতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন এই মহান আদর্শকে জনগণের মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। এটা হচ্ছে একটা দিক।

অন্যদিকে শোষিত মানুষের উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর যেকোন আক্রমণ, শাসন-শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে দেশে এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাবাদর্শগত আন্দোলন গড়ে তুলে সমস্ত স্তরের শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই, সিপিএম আজ গণআন্দোলনের পথকে শুধু পরিহার করছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থেকে আমাদের দল এস ইউ সি আই কর্তৃক বামপন্থার ঐতিহ্যকে বহন করে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করতে পুলিশ মিলিটারির সাহায্য নিতেও কসুর করছে না। সিপিআই, সিপিএম সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার নামে ক্ষমতার লালসায় পুঁজিপতিশ্রেণীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে চলছে। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদ উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে ভাবগত আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলে এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করা যায় না। কেন্দ্রে আর এস এস-বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হল বলেই এদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবার শক্তি কমে যায়নি। বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি সিপিআই, সিপিএমের সাম্প্রদায়িকতা রোখার তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রতীয়মান করেছে। আসামে সিপিআই, সিপিএমের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আসাম আন্দোলনের সময় থেকেই আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সিপিআই, সিপিএমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে আসছি। কিন্তু এখানেও তারা শুধু সে পথ পরিহার করেনি বরং ১৯৯৬ সালে উগ্রপ্রাদেশিকতাবাদী শক্তি এজিপির সাথে সরকারি ক্ষমতায় গিয়েছিল এবং বর্তমানেও মিত্রতা স্থাপন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

আই এম ডি টি বাতিলের পর সংখ্যালঘু মানুষ যখন আতঙ্কিত হয়ে উঠছে, তখন সিপিআই উল্লসিত হয়েছে এবং সিপিএম-ও সম্পূর্ণ নির্বিকার।

আসামের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আই এম ডি টি আইন বাতিল করার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জনসাধারণের উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছে তাকে প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই আজ এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের একমাত্র পরীক্ষিত শক্তি। আসামেও অসমীয়াভাষী অঞ্চলে সত্য ধরিয়ে দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের মিথ্যা প্রচারের প্রভাব থেকে অসমীয়াভাষী জনসাধারণকে মুক্ত করার আদর্শগত সংগ্রাম এস ইউ সি আই ছাড়া আর কেউ করছে না। আর এই পথে গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রাম প্রকৃত কমিউনিস্টরা ছাড়া অন্য কেউ করবেও না।

তিনি বলেন, সংখ্যালঘু জনসাধারণের আত্মরক্ষার সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিজস্ব প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে হবে। শত শত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সংখ্যালঘু জনসাধারণকে তাদের নিজস্ব দাবি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি অসমীয়াভাষী জনসাধারণের অন্তর জয় করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ সংখ্যালঘুর আত্মরক্ষার এই সংগ্রাম সংখ্যাগুরুর নৈতিক সমর্থন ছাড়া জয়যুক্ত হতে পারে না। এই কারণে অসমীয়াভাষী জনসাধারণকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সংখ্যালঘু জনসাধারণ অসমীয়া ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কোনভাবেই অসমীয়াভাষী জনসাধারণের আশা আকাঙক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, দলের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি যখন আসামে এসেছিলেন, তখন তিনি অসমীয়া ভাষাও জানতেন না এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন আত্মীয়ের বাইরে কারো সাথে তাঁর কোন পরিচয়ও ছিলনা। কিন্তু সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি অতি সহজে অসমীয়াভাষী জনসাধারণের অন্তর জয় করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, বহু অসমীয়াভাষী মানুষ অপরাপর সম্প্রদায়ের শোষিত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছেন। তাই আজ এই কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে সঠিক দর্শন এবং সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করলে অবশেষে জনসাধারণের জয় অনিবার্য।

কলকাতার বুকে নজিরবিহীন মিছিল

একের পাতার পর

লড়াই করেছে, লড়াই করে আমাদের জমি পাইয়ে দিয়েছে, ভাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট ছিল না, জল-কাদায় ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যেতে হত, আমাদের জন্য পাকা রাস্তা করে দিয়েছে। মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি সুন্দরবন বেচে দিতে চাইছে, আমাদের নদী বেঁধে দিচ্ছে, মাছ-কাঁকড়া ধরে কোনরকমে যে বাঁচতাম — সেটাও বন্ধ করে দিচ্ছে। এই ছেলে আমাদের নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সেইজন্যই তো তাকে মিথ্যা বদনাম দিয়ে জেলে পুরছে।'

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সকাল ১০টায় শুরু হওয়া ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা মিছিল দক্ষিণ কলকাতার বুকে ছড়িয়ে দেয় প্রাণের আকুতি — 'রক্ত চাই — রক্ত নাও, প্রাণ চাই — প্রাণ নাও, কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে ফিরিয়ে দাও।' নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতাকে ফিরে পেতে চাইছেন। কলকাতার পথচারী, বাসযাত্রী, গৃহবাসী মানুষজনের উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসা — এরা কারা ? প্রাণ আকুল করা এমন আকুতি কাদের ? তাঁরা জানতে চেয়েছেন — 'হ্যাঁ গো মায়েরা, হ্যাঁগো বাছারা, তোমরা কোথা থেকে আসছো, কোথায় তোমাদের বাস'? মিছিলকারীরা জবাব দেয় — 'আমরা কুলতলির মানুষ।' হ্যাঁ, শহীদতীর্থ কুলতলির মানুষ ওঁরা, গর্ব ওঁদের সাজে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে জয়নগর-কুলতলির একটা গৌরবময় ঐতিহাসিক স্থান আছে। এই হচ্ছে সেই এলাকা — যেখানকার গরিব মানুষ, খেতমজুর সর্বপ্রথম মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে নিজেদের বুকে স্থান দেয়। গোটা ভারতবর্ষে যখন এস ইউ সি আই এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পূর্ণ অপরিচিত, তখন এই জয়নগর-কুলতলির মাটিতেই কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী ঝান্ডা প্রোথিত হয়।

'পায়ের জুতোকে পায়ের তলাতেই রাখতে হয়, মাথায় তোলা চলে না' — এই শ্রেণীগত দাম্ভিক ঘৃণায় জোতদার-মহাজনেরা যখন এই এলাকার গরিব সাধারণ মানুষকে পিষে মারছে, তখন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা গরিব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছিল। সেদিন থেকেই প্রথমে জোতদার-মহাজন, গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের মিলিত আক্রমণ এবং পরবর্তীতে সিপিএম ঘাতকবাহিনী ও পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করে চলেছেন। শত অত্যাচার সহ্য করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন দলে দলে তবু মাথা নোয়াননি। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই শহীদ বেদী। সেই শহীদ বেদীকে সামনে রেখে চাষী-মজুর গরিব সাধারণ মানুষ মা-বোনেরা প্রতিদিন লড়াইয়ের শপথ নেন — 'জান দেব, তবু মান দেব না ; না খেয়ে মরতে পারি, কিন্তু গরিবের মর্যাদা, ইজ্জত, সম্ভ্রম বিক্রি করব না, মাথা নোয়াব না'। তাই পুরানো কংগ্রেসী, যারা এখন জামা পাল্টে সিপিএম হয়েছে, সেইসব কায়েমী স্বার্থবাদীরা শহীদবেদীকেও আতঙ্কের চোখে দেখে ; তারা জানে, গরিব মানুষ ওখান থেকে প্রেরণা পায়। সর্বযুগের অত্যাচারী শাসকদের মতই নিষ্প্রাণ শহীদবেদীতেও তারা দেখে প্রাণের স্ফুরণ। তারা ভয় পায়, আতঙ্কিত হয়। তাই ১৮ আগস্ট যখন কুলতলির সংগ্রামী মানুষরা কলকাতায় চলে এসেছে, তখন গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরীতে পঞ্চশহীদের নামাঙ্কিত শহীদবেদী রাতের অন্ধকারে সিপিএম ঘাতকেরা ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। কিন্তু সেই মাটি কি ওরা তুলে নিয়ে যেতে পারবে ? সেই মাটি মাথায় ছুঁইয়েই কুলতলির গরিব মানুষ শপথ নেবে, মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাকে ওরা রুখবে কী করে ? মনে পড়ে, কিশোর ভগৎ সিং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা-বাগের রক্তে ভেজা মাটি মাথায় ছুঁইয়ে শপথ নিয়ে বীর সংগ্রামীতে পরিণত হয়েছিলেন, শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

শহীদতীর্থ কুলতলির গ্রামে গ্রামে শিশুরা বড় হয় মায়েদের কাছে বীর শহীদদের কাহিনী শুনতে শুনতে, আর চোখের সামনে সিপিএম দুষ্কৃতী ও ঘাতকবাহিনীর খুন, লুঠ অত্যাচার, মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানি দেখতে দেখতে। তারা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের বাবা-দাদা-মায়েদের লড়াই দেখে। তারপর বড় হয়ে নিজেরাও শপথ নেয়, কাঁধে তুলে নেয় মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক ঝান্ডা, সংগ্রামের মিছিলে পা মেলায়। শহীদতীর্থ কুলতলির এই হল ইতিহাস। তাই বালিগঞ্জে মিছিল শুরুর মুহূর্তে যখন প্রশ্ন করা হয় — 'এবার প্রবোধবাবু আপনাদের পাশে নেই, ভয় করছে না ?' তখন চোখের জল মুছে কুলতলির মায়েরা জবাব দিয়েছেন, 'সিপিএম আমাদের আর কী ভয় দেখাবে ? ওরা আমাদের সরকারি পাট্টা পাওয়া জমি কেড়ে নিয়েছে, আমাদের ঘরবাড়ি লুট করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, আমাদের ছেলেদের খুন করেছে, খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, মিথ্যা মামলা সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। আর কী করবে ওরা ? আর কী দিয়ে ওরা ভয় দেখাবে ?' মেনকা আদক বলেছেন, 'আমরা বুক বেঁধেছি, বলেছি — আয়, কত অত্যাচার পারিস কর। আমরা জান দিয়ে সে অত্যাচার রুখব।' লক্ষ্মী মণ্ডল বলেছেন, 'প্রবোধবাবু আমাদের বাবার মতো। আজ উনি চলে যাচ্ছেন, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।' পূর্ণিমা হালদার বলেছেন, 'কারো শক্তি নেই, কুলতলির গরিব মানুষের উঁচু মাথা হেঁট করায়।' কী অপূর্ব দৃঢ়তা ! এই দৃঢ়তা নিয়ে মায়েরা পা মিলিয়েছেন সম্বর্ধনা মিছিলে।

মিছিলের শুরুতেই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার কারাবন্দী হতে চলা বীর যোদ্ধা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের হাতে তুলে দেন পুষ্পস্তবক। স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে মিছিল। পথের দু'পাশে ফুটপাতে, বাড়িগুলোর দরজায়-জানালায় উদ্‌গ্রীব জনতা। মিছিল এগিয়ে চলে। সামনে ভলান্টিয়ার বাহিনী। তার ঠিক পরেই এগিয়ে চলেন সুন্দরবনের মানুষের লড়াইয়ের প্রতীক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, সঙ্গে রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলে মানুষের চোখে জল, কারো বা কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। কমরেড প্রবোধবাবুর কত স্মৃতি বারে বারে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে — কত কথা, কত সংগ্রাম, ভুল করলে কত বকুনি — সুখ-দুঃখ-বেদনাকে একসঙ্গে ভাগ করে নেবার এমনই কত মুহূর্ত। সব যেন একসঙ্গে ভিড় করে আসে। চোখের জল বাঁধন মানে না। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সেই বেদনা আবার শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কঠিন শপথে রূপান্তরিত হয়। তখন আবার চোখ মুছে তারা দৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনি তোলে, 'সিপিএম জেনে রেখো, বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের খুন করে, জেলবন্দী করে গরিব মানুষের আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না ; কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে জেলে পুরে দিলেও গরিবের বাঁচার লড়াই চলছে চলবে।'

পথের দু'পাশে মানুষের ভিড়। কতরকম তাঁদের মন্তব্য। প্রবোধবাবুকে দেখিয়ে কেউ বলছেন, 'এই মানুষটা সুন্দরবনের বাঘ। অত্যাচারী সিপিএম তাই ওঁকে ভয় পায়। এখন ওঁকে জেলে ভরে দিয়ে স্বস্তি পেতে চাইছে'। কেউ বলছেন, 'যারা সত্যি সত্যি খুন করছে, যে সব নেতারা সত্যিকারের খুনি, তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে — তাদের ফাঁসি হবে না, জেল হবে না ; আর যারা মানুষকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করছে তাদেরই জেল হবে — দণ্ড হবে ! এই তো বিচার !' কেউবা বলেছেন — 'এ তো পরিষ্কার রাজনীতির ছক। ক'মাস পরে বিধানসভা ভোট। প্রবোধ পুরকাইতকে হারাতে না পেরে তাঁকে জেলে পুরে রাখার ছক কষেছে সিপিএম, যাতে তিনি ভোটে দাঁড়াতে না পারেন।' একজন রাগতস্বরে বলেছেন, 'সব ভোটমুখো পার্টি ; ভিতরে ভিতরে জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার প্ল্যান করে, তারপর বাইরে বেরিয়ে গরম গরম বক্তৃতা। আর এই একটি পার্টি — জীবন দিয়েও মানুষের জন্য লড়াই করে।' কেউ বলেছেন, 'এই একটি পার্টি, যার বক্তব্য ও কাজ অত্যন্ত পরিষ্কার, কোন জটিলতা নেই।'

একটিমাত্র বিধানসভা এলাকা থেকে আসা এই মিছিলের গভীরতায় ও বিশালতায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায় বলেছেন — 'একটা পার্টির এমন বিশাল মিছিল ; তবু কেন সবাই একে ছোট পার্টি বলে !' আবার অনেকে বলেছেন, 'সিপিএমের মিছিলে মানুষ আসে কিছু পাওয়ার লোভে, আসে নেতাদের ভয়ে ; এরা এসেছে নেতার প্রতি ভালোবাসায়, দলের প্রতি ভালোবাসায়।' মিছিল যত এগিয়েছে, চলমান গাড়ি সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। পথচারী একজন অপরজনকে বলছেন — 'গাড়ি তো সব বন্ধ, কী করে যাবো ?' অপরজন জবাব দিয়েছেন — 'বড় কাজে এসব হবে, আমাদের সেটা মেনে নেওয়া উচিত।' কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে সম্বর্ধনা জানানোর এই মিছিলকে মানুষ 'বড় কাজ' বলেই বিবেচনা করেছেন। তাই পথচলতি সুবেশী এক মহিলা তাঁর সঙ্গীকে যখন বলেন — 'যাঁরা অফিস যান, এই মিছিলের জন্য তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে না?' — তখন সঙ্গী জবাব দেন, 'আজ ওকথা বলো না, বলতে নেই।'

ভলান্টিয়াররা রাস্তার দু'পাশে লোকজনের হাতে হাতে হ্যান্ডবিল দিয়ে চলেছে ; আটকে পড়া মানুষ মিছিল দেখার ফাঁকে ফাঁকে সেই হ্যান্ডবিল পড়ছেন। হৃদয়ের আর্তিকে স্লোগানে মুখরিত করে চলমান মিছিলে হাজার হাজার মানুষের চোখের জল আর অন্তরের শপথ মিলে-মিশে একাকার। সন্তান কোলে মা হেঁটে চলেছেন খালি পায়ে ; ছেঁড়া চপ্পল পায়ে বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও এগিয়ে চলেন। পথের দু'পাশে ভিড় করে থাকা মানুষের বিস্ময় জাগে — এঁরাও মিছিলে আসেন ! এই বিস্মিত মানুষেরা জানেন না, এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বুকের মাঝে আজও জ্বলে যৌবনের মশাল — সংগ্রামের শিখা। নজরুল এঁদের লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, ''বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি — যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন।'' এঁরা সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা — যাঁরা তাঁদের কৈশোরে যৌবনে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়, কমরেড শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সুন্দরবনের মাটিতে জোতদার-মহাজন ও কংগ্রেসী পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে গরিব চাষী-ভাগচাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরা সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাঁরা আজকের কুলতলির মাটিতে বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন। এঁরা সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে আজকের যুব ও কিশোর বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের প্রেরণা জোগান, যাঁরা নিজ সন্তানকে সিপিএমের ঘাতকবাহিনীর হাতে শহীদ হতে দেখার পরও অপর সন্তানকে বিপ্লবী আন্দোলনের ময়দানে এগিয়ে দেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রামী ঝান্ডাকে কাঁধে তুলে দেন। ফলে এঁরা বৃদ্ধ নন, এঁরাই যুবক, চির-যুবক।

মিছিলের শৃঙ্খলা, তার প্রাণবন্ত টগবগে রূপ, মা-বোন সহ সকলের দৃঢ়তা — যেন আবিষ্ট করে রাখে পথচারী মানুষজনকে। তরুণী কন্যা বলছে, 'মা, এবার চল, দেরি হয়ে যাবে'। মা মিছিল থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না, বলছেন, 'দাঁড়া, আর একটু দেখি।' মিছিলের পাশে পাশে চলেছেন

পাঁচের পাতায় দেখুন

হাজরা পার্কের সামনে জমায়েত হওয়া মানুষের একাংশ

পথের মোড়ে মোড়ে সম্বর্ধনা

চারের পাতার পর

জীর্ণ গেরুয়া পোষাকে একতারা হাতে বাউল। 'কোথায় চলেছেন ?' কান্নাভেজা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'গরিবের নেতাকে ওরা জেলে পুরছে, বিদায় জানিয়ে আসি।' ফুটপাতে ৫০ বছরের কাছাকাছি এক ব্যক্তির চিৎকার কানে আসে, 'এইভাবে রাস্তা আটকে সম্বর্ধনা মিছিল-প্রতিবাদ ! এর কোন মানে হয় ?' পাশের এক দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন, 'তাহলে বিকল্প পথটা তুমিই বল। যাদের ১৪২ জনকে খুন করা হয়েছে, খুনিদের কোন বিচার হচ্ছে না ; যাদের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলা সাজিয়ে জেলে পোরা হচ্ছে — তারা আর কীভাবে প্রতিবাদ-ক্ষোভ জানাবে বল। এ রাস্তা যদি তোমরা বন্ধ করে দাও তবে তো হাতে বন্দুক তুলে নিতে হয়।' ক্ষিপ্ত ব্যক্তির মুখে আর জবাব নেই। ফুটপাতের এক হকার আমাদের কর্মীর হাত থেকে হ্যান্ডবিল নিতে নিতে বললেন, 'একটা বন্ধ করা দরকার ছিল — বাংলা বন্ধ'।

মিছিল চলেছে। সৎকার সমিতির গাড়ি, কিংবা অসুস্থ মানুষবাহী অ্যাম্বুলেন্স তা বলে আটকে থাকছে না। ভলান্টিয়াররা আন্তরিকতা নিয়ে সেগুলি চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট সম্বর্ধনা মঞ্চ। গড়িয়াহাট মঞ্চে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এক মহিলা প্রবোধবাবুর কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন, অন্যরা এসে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান, সান্ত্বনা দেন। লেক মার্কেটে হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মহম্মদ ইউনুস হাজী মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাসবিহারী মোড়েও সম্বর্ধনা মঞ্চের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জলভরা চোখে এগিয়ে আসেন এক মা। প্রবোধবাবুর হাতে বেঁধে দেন বোনের রাখি। তারপর কান্না। এই হয়ত শেষ দেখা। সুদূর আন্দামান দ্বীপ থেকে সেখ মহিউদ্দিন ফোন করে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে জানালেন সংগ্রামী অভিনন্দন — 'আমরা বাইরে রইলাম কমরেড। দেশের যেখানেই থাকি, যে প্রান্তেই থাকি, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী ঝান্ডা সর্বদা উড্ডীন করে রাখবো, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে মহান নেতার শিক্ষা পৌঁছে দেব, শোষণমুক্তির লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাবো।' কালীঘাট হকার্স সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকেও কমরেড পুরকাইতের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক — 'বীর যোদ্ধা, তোমাকে আমাদের লাল সেলাম।'

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে চলমান মানুষকে স্তব্ধ করে দিয়ে পায়ে পায়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল পৌঁছায় হাজরায়। আগের থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল কুলতলি থেকে আসা আরও কয়েক হাজার মানুষ। তার চারদিকে কলকাতার মানুষের উপচে পড়া ভিড়। বীর বিপ্লবী যতীন দাস পার্কের সামনে মঞ্চে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন। মঞ্চে উপবিষ্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এরপরে সভামঞ্চে উঠে কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীপর্ণা বাগচী পুষ্পস্তবক দিয়ে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে সম্বর্ধনা জানায়। যে আশুতোষ কলেজের ছাত্র থাকাকালীন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন সেই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে রনি রায় তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়। কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হজরত গাজীও তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিপিটিএ'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা সহ আরও অনেকে সম্বর্ধনা জানান। সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িতা গৃহপরিচারিকাদের পক্ষে পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল সুপ্রিমকোর্টে মামলা চালাবার জন্য কমরেড প্রবোধবাবুর হাতে কেসফান্ডে অর্থপ্রদান করেন। এরপর, একে একে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পুষ্পস্তবক দিয়ে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে সম্বর্ধনা জানান। পুষ্পস্তবক দিয়ে বিপ্লবী অভিবাদন জানান তাঁর স্ত্রী কমরেড প্রভাবতী পুরকাইতও।

সম্বর্ধনা সভায় কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, সিপিএম যতই ষড়যন্ত্র করে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে জেলে পাঠাক, সুন্দরবন তথা কুলতলির জনগণের অন্তরের কত গভীরে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত নিজের স্থান করে নিয়েছেন, আজকের কুলতলির এই ২০-২২ হাজার মানুষের উপস্থিতি তার প্রমাণ। আপনারা সবাই যেভাবে তাঁকে বীরের সম্বর্ধনা দিয়ে জেলে পৌঁছে দিতে এসেছেন — এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সবাই অভিভূত। আমিও অভিভূত। যে হাজার হাজার মানুষ, মা-বোন পায়ে হেঁটে এখানে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমি বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।' তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিধানসভায় ২৯৪ জন এম এল এ। তার মধ্যে জয়নগর ও কুলতলি — এই দুটি আসন ওদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বিধানসভায় যখনই কোন জনবিরোধী নীতি উত্থাপিত হয়েছে তখনই এই দুটি কণ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। তাই ওরা এত ক্ষিপ্ত। ওরা আমাদের ১৪২ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে। কমরেড প্রবোধ আমাদের অত্যন্ত স্নেহের কমরেড, লড়াকু নেতা। বিধানসভা নির্বাচনে ৯ বারের বিজয়ী। বর্তমান বিধানসভায় আর এমন রেকর্ড নেই। সেই কমরেড প্রবোধকেও তারা কতবার খুনের চেষ্টা করেছে! ১৯৬৯ সালে যখন তিনি এম এল এ, তখন থেকেই শুরু। তখন কংগ্রেস পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল, জনসাধারণ বাঁচিয়েছে। সেদিন যারা ছিল কংগ্রেস, এখন তারাই সিপিএম। বারে বারে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ওরা ভেবেছে — কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে জেলে ভরে দিলে গরিব মানুষের মনোবল ভেঙে পড়বে, আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা এখন দেখছে, কুলতলির জনগণের চোখে জল, কিন্তু বুকে দৃঢ় শপথ। আমরা সুপ্রিম কোর্টে ন্যায়বিচার চেয়ে আপিল করেছি। ন্যায়বিচার পাই বা না পাই, চাষী-মজুর সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন থেমে যাবে না, চলতে থাকবে ; বড়লোকী শোষণমূলক ব্যবস্থা খতম করার লক্ষ্যে পার্টি লড়াই চালিয়ে যাবে।

'আজ আপনারা কাঁদছেন, চোখে জল। আমি বলি — চোখে জল নয়, আগুন চাই। ঘৃণার আগুনে শাসকশ্রেণী এবং এ রাজ্যে তাদের সেবাদাস সিপিএমকে দগ্ধ করুন, গরিব মানুষের আন্দোলনকে আরও তীব্র করুন।'

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত তাঁর ভাষণে বলেন, 'সক্রিয়ভাবে রাজনীতির জীবন শুরু করেছিলাম ১৯৬৬ সালে, আজ ২০০৫ সাল। এই সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনে কুলতলির এমন কোন গ্রাম নেই, এমন কোন পাড়া নেই — যেখানে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে যাইনি। মালিকশ্রেণীর শোষণ, পীড়ন, জুলুম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ের সাথে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে আমি সবসময়ই থেকেছি। ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর মাঝে ১৯৭২ সাল বাদ দিলে এ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে আপনারা গরিবের দল এস ইউ সি আই-র প্রার্থী হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সেসময় জোতদার, মহাজনশ্রেণীর দল কংগ্রেসের আক্রমণ, আর বর্তমানে শাসকদল সিপিএম-এর লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে গরিব মানুষকে কিনতে চাওয়া, সন্ত্রাস, জুলুম-অত্যাচার, পুলিশি নিপীড়ন, মিথ্যা কেসে জড়িয়ে দেওয়া, আটক রাখা, মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চল যেখানে ১৬ হাজার ভোটার সেখানে তাদের ভোট দিতে না দিয়ে ছাপ্পা ভোট করানো— এসবের বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে কুলতলির গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, চাষী মজুর মধ্যবিত্ত জনগণ বারে বারে দলের প্রার্থী হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করে এসেছেন।

'সেই ১৯৮৫ সালে জনরোষে কংগ্রেসের দুই দুষ্কৃতীর নিহত হবার ঘটনাকে সংবাদপত্রগুলো সেদিন দিনের পর দিন মাসের পর মাস গল্প বানিয়ে গোটা পশ্চিম-বঙ্গে, ভারতের রাজ্যে রাজ্যে নানা ভাষার সংবাদপত্রে কুৎসা রটিয়েছে। গরিব মানুষের আন্দোলন এবং তাতে যে এস ইউ সি আই নেতৃত্ব দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কালিমালেপনের সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিল। আজও আমি মনে করি, কুলতলির জনগণ, রাজ্যের খেটেখাওয়া মানুষ মনে করে — এই দণ্ডাদেশের পিছনে রয়েছে একটা গভীর ষড়যন্ত্র। প্রশাসন ও সংবাদপত্র মিলে এ জিনিস করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাকে জেলে বন্দী করে রেখে কুলতলির জনগণের আন্দোলন থামানো যাবে না। কুলতলির জনগণ শত অত্যাচার সহ্য করে, বহু শহীদের প্রাণদান সত্ত্বেও এদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে এবং আগামী দিনেও ব্যর্থ করবে। এই বিশ্বাস ও ধারণা আমার বদ্ধমূল।

'হাইকোর্টের রায় হয়েছে, আজ আমি জেলে যাবো। দলের পক্ষ থেকে গরিব সাধারণ মানুষের তিল তিল সাহায্য নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হয়েছে শুধু আমার জন্য নয়, আরও অনেক কর্মী যাঁরা এমনি করে সাজানো মামলার চক্রান্তে জেলবন্দী, তাঁদের জন্যও দল চেষ্টা করছে, চেষ্টা করে যাবে।

'গত ক'দিন ধরে আমি কুলতলির গ্রামে গ্রামে প্রান্তে প্রত্যন্তে যাবার চেষ্টা করেছি। কুলতলির

সাতের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

স্ট্যালিনগ্রাদ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কবর রচনা করল

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

৮ম পর্ব

স্ট্যালিনগ্রাদ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কবর রচনা করল

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার হুকুম পাঠালেন, যত ক্ষয়ক্ষতি হোক স্ট্যালিনগ্রাদ দখল কর। স্ট্যালিনগ্রাদের পতন হলে দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোকে ঘিরে ফেলার রাস্তা পাওয়া যাবে, বাকুর তৈলখনিতে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে, ইরান ও ভারতে পৌঁছানোর রাস্তা খুলে যাবে, চীনা-তুর্কিস্তানে জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ খুলে যাবে। হিটলার ঘোষণা করে দেন, প্রত্যেক অফিসার, প্রত্যেক সৈন্য, প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট — যারা লড়াই করে স্ট্যালিনগ্রাদে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য পুরো ৬০ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে নিযুক্ত নাৎসি সেনাদের কাছে এই প্রস্তাব কম লোভনীয় ছিল না। কিন্তু এমন প্রস্তাব সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেনি। জার্মান বাহিনীর সর্বাত্মক নৃশংস আক্রমণ এবং তার মোকাবিলায় দুর্জয় সোভিয়েট প্রতিরোধের 'মরণে মরণে আলিঙ্গনের' যে ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী তদানীন্তনকালে প্রকাশিত হয়েছে — তা বিশ্বের আর কোন যুদ্ধে কখনো এত বিপুল সংখ্যায় ঘটেনি। সেসবের বিস্তৃত বিবরণ পড়লে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, বিস্মিত প্রশ্ন জাগে — এমন লড়াই কি সম্ভব! সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল সোভিয়েট জনগণ, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে।

এই একটা শহরের উপর দিনের পর দিন জার্মানদের হাজারটা বিমান এবং হাজারটা ট্যাঙ্ক আঘাত হেনেছে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দু'হাজার ট্যাঙ্ক ও দু'হাজার বিমান। ফ্যাসিস্টরা স্ট্যালিনগ্রাদকে দু'ভাগে ভাগ করল, খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। একাধিকবার হিটলার ঘোষণা করেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদ তিনি দখল করে ফেলেছেন। সত্যিই, তাঁর ফ্যাসিস্টবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছিল — শুধু সেখানকার ইস্পাত কঠিন মানুষদের জয় করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং লিখছেন, ''ভোলগার ওপারে মাটি নেই — স্ট্যালিনগ্রাদে তখন এই কথাটি চালু হয়ে গেছে। স্ট্যালিনগ্রাদের লোকে রাস্তার পর রাস্তায়, বাড়ির পর বাড়িতে, ঘরের পরে ঘরে, লড়াই করে চলল। রাইফেল ও হাতবোমা থেকে ছুরি, রান্নাঘরের চেয়ার বা গরম জলটা পর্যন্ত তাদের অস্ত্র। ট্যাঙ্ক কারখানায় ট্যাঙ্ক তৈরি করে কারখানা প্রাঙ্গণ থেকে সোজা জার্মানবাহিনীর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। জার্মানদের সংবাদে দেখা গেল, 'একটা বাড়িও গোটা নেই।' তারপরেও স্ট্যালিনগ্রাদবাসী মাটির নীচের কুঠুরি থেকে, গুহা থেকে লড়ে চলল। লোকে বলতে লাগল, 'সাহস থাকলে যে কোন ইঁটের ঢিবিকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।' স্ট্যালিন মস্কো থেকে তার বার্তায় তাঁদের জানালেন, 'একটা ছোট পাহাড় পুনর্দখল করতে পারলেও কিছুটা সময় পাওয়া যায়।' তারপর সাইবেরিয়ার সুদূরপ্রান্তে সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত নতুন 'মজুত' সৈন্যদল সমতলভূমির উপর দিয়ে এসে স্ট্যালিনগ্রাদকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরল। ৩ লক্ষের উপর জার্মান এই ফাঁদে ধরা পড়ল।'' ঘেরাওবন্দী বিশ্বখ্যাত জার্মান সেনাপতি ফন পৌলুস ১৯৪৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেন। এই ফন পৌলুসের মুক্তির বিনিময়ে জার্মানদের হাতে বন্দী স্ট্যালিনের পুত্র ইয়াকভকে মুক্তিদেওয়ার গোপন প্রস্তাব হিটলার দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন তা প্রত্যাখ্যান করেন।

স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে বিজয়ের পর স্রোত উল্টো দিকে ফিরে গেল। আগে মনে হচ্ছিল, জার্মানি সারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। ১৯৩৯-এর ৩ জুলাই স্ট্যালিন বলেছিলেন — ''ইতিহাসে কোন সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়।'' তা সত্য প্রমাণিত হল। স্ট্যালিনগ্রাদ-বিজয়ের পরে অপরাজেয় জার্মান বাহিনীর পরাজয়টাই অনিবার্য হয়ে উঠল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতি কুখ্যাত মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থারও বলেন, ''বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতার শেষ আশাভরসা হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার বীর লালফৌজ। আমার জীবনে অনেক যুদ্ধ আমি নিজে পরিচালনা করেছি, অনেক যুদ্ধ নিজে দেখেছি, তাছাড়া অতীতের অনেক বড় বড় যুদ্ধ নিয়ে যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেছি। কিন্তু কোন যুদ্ধের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে, এমন প্রচণ্ড অপ্রতিহত গতি কোন বাহিনীর সামনে কোন দেশের সেনাবাহিনী রুখে দাঁড়াতে পারে, এমন তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হেনে তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে এবং তার গতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে তার নিজের দেশমুখো ভীতসন্ত্রস্ত জনতার মত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট সেনার এই বীরত্বের এবং এই সংগ্রামের কোন তুলনা নেই, অন্তত আমার জানা নেই।'' (সোভিয়েট বিরোধী চক্রান্ত, মাইকেল সেয়ার্স এবং অ্যালবার্ট ই কহন)। এই মহান সংগ্রামে সোভিয়েট সেনার দুর্জয় প্রতিরোধ আর অসীম মনোবলের উৎস ছিল মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা, লেনিনের আদর্শ ও স্ট্যালিনের নেতৃত্ব। মরণপণ সংগ্রামে তাদের সঙ্কল্প-বাক্য ছিল — ''দেশের জন্য, স্ট্যালিনের নামে সর্বস্ব'' দিয়ে লড়াই।

১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করে সোভিয়েট সীমান্তের বাইরে নিয়ে ফেলা হল। কিন্তু তাতে তো যুদ্ধের শেষ হল না। সোভিয়েট জার্মান আক্রমণের দ্বাদশ দিনে ৩ জুলাই বেতার ভাষণে স্ট্যালিন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, ''ফ্যাসিস্ট উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে জড়িত করে আমাদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশের সামনে দেখা দেওয়া গভীর বিপদ দূর করা নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদী জাঁতাকলে পিষ্ট সকল ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাও আমাদের লক্ষ্য।'' ফলে, ফ্যাসিবাদী যাঁতাকলে পিষ্ট ইউরোপীয় জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সোভিয়েট ফৌজ এগিয়ে চলে। চূড়ান্ত লক্ষ্য, ফ্যাসিস্টদের প্রধান ঘাঁটি বার্লিন মুক্ত করা। তাছাড়া, আনা লুই স্ট্রং লিখেছেন, ''জার্মান ব্যূহ ভেদ করা হয়ে গেলে, সোভিয়েটের অগ্রগামী সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। মার্শাল ঝুকভের ট্যাঙ্কগুলো একদিনে সত্তর মাইল এগিয়ে গেল — সে একটা দেখার মত জিনিস! সৈন্যদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে কর্মীরা পূর্ব-পশ্চিম রেলওয়েগুলোর গেজ (দুটো রেললাইনের মধ্যেকার ফাঁক) বদলে দিতে লাগল; ফলে যুদ্ধের জোগান আসতে লাগল সরাসরি উরাল অঞ্চল থেকে, দু'হাজার মাইল দূর থেকে সরাসরি একেবারে রণাঙ্গনে। দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গেলেন, কামানের গোলা আর পেট্রলের এই নিরবচ্ছিন্ন জোগান দেখে।

যেদিক থেকে আক্রমণ জার্মানরা প্রত্যাশাই করেনি, ঠিক সেই দিক থেকে এগিয়ে, সোভিয়েট বাহিনীগুলির পরস্পরের কাছে ঠিক যতটুকু সাহায্যের দরকার সেটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে, ঐ বড় বাহিনীগুলি কীভাবে শহরের পর শহরে জার্মানদের ঘিরে ফেলল, একজন অসামরিক লোক হয়েও আমি মানচিত্রের সাহায্যে সেটা বুঝতে গিয়ে তার অপূর্ব ছন্দ ধরতে পারলাম।...''

এমনিভাবে একটার পর একটা দেশকে দখলমুক্ত করতে করতে এগিয়ে যায় সোভিয়েত লালফৌজ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাৎসিবাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষে লালফৌজের লক্ষ লক্ষ সৈনিককে প্রাণ দিতে হয়েছে (এ সংক্রান্ত তথ্য পূর্বেই দেওয়া হয়েছে)। জার্মান অধিকৃত দেশগুলির সাধারণ মানুষের কাছে সোভিয়েতের ফৌজ তখন স্বাধীনতা ও মুক্তির অগ্রদূত, বর্বর দাসত্ব থেকে ত্রাণকর্তা।

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সে নামল

১৯৪১-এর ২১ জুন সোভিয়েটে ঢুকেছিল নাৎসিবাহিনী; ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মের প্রথম দিকে লালফৌজ নাৎসিবাহিনীকে বিতাড়িত করে সোভিয়েত সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কিন্তু তখনও ইউরোপ ভূখণ্ডে কোথাও সৈন্য নামায়নি, প্রতিরোধ যুদ্ধ দূরের কথা। লালফৌজ তখন পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে নাৎসিদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অন্য কারও সাহায্য ছাড়া লালফৌজই নাৎসি জার্মানির কবর খুঁড়ে চলেছে, সমগ্র ইউরোপকে তারাই যেন মুক্ত করে ফেলবে। এই সম্ভাবনা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ঘোরতর বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। কারণ, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গোটা ইউরোপ মুক্ত হলে তা শুধু নাৎসিবাহিনীকেই বিতাড়িত করবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত হানবে।

জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তা উত্তাল তরঙ্গে পরিণত হয়ে ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জার্মানির সাথে হাত মিলিয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীরা করেছিল, তাও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই বিপদে পড়েই ইতিপূর্বে সোভিয়েট সরকারের বহু আবেদনেও যেটা তারা করেনি, ১৯৪৪ সালে ৬ জুন সেটাই ঘটে, ইঙ্গ-মার্কিন সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে নামে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবার ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করেছে, যেন তাদের হাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট নয়, সাম্রাজ্যবাদীরাই যেন ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাস্ত করার নায়ক। এটা যে কতবড় মিথ্যাচার সেটা বোঝার জন্যই নরম্যান্ডি অভিযানের কিছু ইতিহাস জানা দরকার।

মেজর জেনারেল মাৎসুলেনকো (ইতিহাসের অধ্যাপক) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''...নরম্যান্ডিতে অভিযানকারী ইঙ্গ-মার্কিন সেনার মোট সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি। ঐ সময় সেখানে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মোতায়েন ছিল বিগত লড়াইগুলোতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মাত্র ১৮টি জার্মান ডিভিশন। বাকি সব সৈন্য তখন সোভিয়েট লালফৌজের সঙ্গে যুদ্ধরত।'' শুধু তাই নয়, ''উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সফল অবতরণে সহায়তা করেছিল ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকদের (পার্টিজান) সক্রিয় কার্যকলাপ। এরা জার্মান দখলদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়েছিল। এমনকী মিত্র বাহিনীর অবতরণ-অঞ্চলেই সংগ্রামরত ফরাসি পার্টিজানরা ৪২টি শহর ও শত শত গ্রাম মুক্ত করেছিল। মার্কিন সেনাপতি স্বয়ং আইজেনহাওয়ারও ফরাসি পার্টিজানদের অবদান স্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি লেখেন, 'অভিযানের সময় সারা ফ্রান্সে এই শক্তিগুলি আমাদের অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছে। ...তাদের বিপুল সহায়তা ব্যতিরেকে ...শত্রুকে ধ্বংস করতে আরও বেশি সময় এবং আরও বেশি প্রাণহানির প্রয়োজন হত।''

বহুগুণ বেশি সৈন্য ও অস্ত্রবল, সাথে ফরাসি পার্টিজানদের 'অমূল্য সহায়তা' — এতসব সত্ত্বেও ঐ ছোট্ট ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। মাৎসুলেনকো লিখেছেন, ''এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে হারাতে হয় ১ লক্ষ ২২ হাজার সেনা — যার মধ্যে ৪৯ হাজার ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান এবং প্রায় ৭৩ হাজার মার্কিন।

(ক্রমশঃ)

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির হুগলি জেলা সম্মেলন

গত ১৪ আগস্ট হুগলি জেলার বেগমপুর অমৃতময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির হুগলি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পরিচারিকা মা-বোনেরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রতিনিধিরা তাদের নানা সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সভানেত্রী পার্বতী পাল। মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ইউ টি ইউ সি (এল-এস)-এর রাজ্য সহ সম্পাদক এবং হুগলি জেলা সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে পরিচারিকাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সাথে সাথে দেশের শোষণমুক্তির যে মূল লড়াই তার সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন লিলি পাল। তিনি পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ন্যূনতম বেতন, সাপ্তাহিক ছুটি, বিপিএল কার্ড ইত্যাদি দাবিগুলিকে নিয়ে জেলা ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। পরিশেষে পূজা প্রামাণিককে সম্পাদিকা এবং কল্পনা দে-কে সভানেত্রী করে নয়জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

‘আমরা আন্দোলন করি, তাই সিপিএম ক্ষিপ্ত’

পাঁচের পাতার পর

জনগণের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক। শুধু আমাদের দলের কর্মী-সমর্থক নয়, যারা অন্যান্য দল এমনকী শাসকদলের পুরানো কর্মী, সে দলের নিচের তলার খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ — তারাও এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, দেখা করেছে, বলেছে — আমাদের দল আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আমরা তা অনুভব করি। আপনি যান, আগামী দিনে আমরা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেব। শাসকশ্রেণী মনে করেছিল — আমাকে জেলবন্দীর আদেশ দিয়ে কুলতলির জনগণের মনোবল ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে দেবে। কিন্তু তারা প্রত্যক্ষ করেছে — এই রায়ের বিরুদ্ধে কেবল এস ইউ সি আই সমর্থক গরিব মানুষ নয়, গোটা এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কারে ফেটে পড়েছে। তাই দেখে সিপিএম নেতারা ভীত-সন্ত্রস্ত।

‘কুলতলি সহ রাজ্যের গ্রামে প্রত্যন্তে শাসকদল এবং তাদের সঙ্গে পুলিশবাহিনী প্রশাসন, সমাজবিরোধীদের যুক্ত করে সাধারণ গরিব মানুষের উপর এমনি কত অত্যাচার করছে। সেখানে ছড়িয়ে আছে কত মৃত্যুর কাহিনী। সংবাদপত্রে তার সব খবর বেরোয় না, শহরবাসী জানতে পারে না। কত মেয়ের আর্তনাদ। ঐ কুলতলির বুকে প্রতি বছর কত মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে — মাঝে মাঝে তাদের উদ্ধার করার কাহিনী বেরোয় —সবই পুলিশের নাকের ডগায় চলছে। এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের দল লড়ছে। ওরা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি করছে। ফ্রি চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে, শিক্ষায় ফি বাড়াচ্ছে, ডোনেশন চালু করছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের লুঠ ও ব্যবসা করবার ছাড়পত্র দিচ্ছে। আমাদের দল তার বিরুদ্ধে লড়ছে। গ্রামের কৃষকরা জমিহারা হয়ে যাচ্ছে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই। আপনাদের এই শহরে রেল লাইনের দু’পাশে খালপাড়ে বস্তিতে বস্তিতে পথে পথে গ্রামবাংলার মানুষ এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। উচ্ছেদ হয়ত করাই হবে, মেরে পিটে তাদের সর্বস্ব লুট করে আবার পথের ভিখিরি বানানো হবে। এ জিনিস চলছে। তার বিরুদ্ধে দল লড়ছে। এই হল ইতিহাস। তার উপর সিপিএম সরকার এখন নগর বানাবার ও শিল্পায়নের স্লোগান তুলে — জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিতে চাইছে। এই তারা বলছে, গ্রামবাংলার বারুইপুর, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, ভাঙড়ে — নগর গড়বার জন্য ৫ হাজার একর জমি কেড়ে নেওয়া হবে। এই জায়গায় গরিব চাষী, মধ্যবিত্ত মানুষ চাষ করে, বাস্তু আছে, তাদের জবরদস্তি উচ্ছেদ করে দিতে ওরা বদ্ধপরিকর। কারণ কংগ্রেস, বিজেপির মত সিপিএমও এদেশের মালিকশ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই।

‘সুন্দরবন এলাকায় আমার কুলতলি কেন্দ্র। সেই কুলতলির বুকেও আন্দোলন চলছে। সিপিএম সুন্দরবনে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি স্থাপন করতে চেয়েছিল — যার তেজস্ক্রিয়তায় দুরারোগ্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত, গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেত, পঙ্গু হয়ে সন্তানরা জন্মাত। কুলতলির মানুষ আন্দোলন করে সেই ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছে। ওরা সুন্দরবন এলাকাকে সাহারা কোম্পানির কাছে বেচে দেবার চুক্তি করেছে ২০০১ সালে। সেই চুক্তি অনুসারে ওরা সাধারণ মানুষের চাষ ও বসবাসের জমি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, গরিব মানুষ নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে, জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা চালায় — সে অধিকারও ওরা কেড়ে নিতে উদ্যত। এই জল-জঙ্গল-জমি অধিকার করে সেখানে তারা গড়ে তুলবে পাঁচতারা-সাততারা হোটেল, খেলার মাঠ, শপিং মল, সুইমিং পুল। সেখানে দেশি-বিদেশি বড়লোকের ছেলেমেয়েরা আসবে, লাল-নীল জলে উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ হয়ে স্ফূর্তি করবে, আর তাদের দালালরা গ্রামে গ্রামে আমাদের অভাবী গরিব ঘরের মেয়েদের টাকার লোভ দেখিয়ে এইসব হোটেলে নিয়ে যাবে বড়লোকদের স্ফূর্তি-লালসা মেটাতে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই। আমি সেই আন্দোলনের কর্মী। কৈখালিতে ৭০০ বিঘা জমি দখল করতে সাহারা কোম্পানির লোক এবং প্রশাসনের লোকজন এসেছিল। আমাদের নেতৃত্বে মেয়েরা ঝাঁটা-বঁটি-কাস্তে নিয়ে তাড়া করে তাদের এলাকাছাড়া করেছে। বলেছে — এ জমি আমাদের, এ জমির সঙ্গে আমাদের ঘাম-রক্ত মিশে আছে, জীবন থাকতে এ জমি আমরা দেব না। অন্যান্য ব্লকেও এমন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সিপিএম তাই ক্ষিপ্ত। তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন আটকে গেছে। এই আমাদের অপরাধ।’

তিনি বলে চলেন, ‘‘একটি জীবন্ত স্রোতস্বিনী নদী হুকাহারানিয়া। ওরা জলাধার তৈরির নাম করে সেই নদী বেঁধে দিচ্ছে। আসলে ওখানে লোনা ফিসারি করে ওরা কোটি কোটি টাকা লুটেপুটে খাবে। আর তার রক্ষণাবেক্ষণের নামে ক্রিমিনাল-বাহিনী পুষবে, যাদের ব্যবহার করে পাশাপাশি অঞ্চলগুলোতে গরিবের সংগঠন ভাঙবে, এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের হত্যা করবে। এই ওদের পরিকল্পনা। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। বলেছি — নদীর স্বাভাবিক স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেলে বন্যা-ভাঙন দেখা দেবে ; ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হবে ; অসংখ্য মৎস্যজীবী নদী-সমুদ্রে মাছ ধরে এই নদীপথে দ্রুত বিভিন্ন হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়, সে’পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সরকারেরই বনদপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, নদী জলপথ দপ্তর এই নদী বাঁধায় আপত্তি করেছে। কিন্তু মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি তাঁর সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সাহায্যে গায়ের জোরে নদী বাঁধছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছি। সিপিএম সমর্থক সাধারণ মানুষও আমাদের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পাশাপাশি আইনিপথেও আমরা লড়ছি। গত ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে সরকারকে নদী বাঁধার কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে তার এই অপকর্মের জবাব চেয়েছে। এইভাবে ওদের লুটেপুটে খাওয়ার ছক আমরা বানচাল করে দিচ্ছি। সিপিএম তাই ক্ষিপ্ত।

‘এই আন্দোলন দু’টিকে আপনারা এমন স্তরে নিয়ে যাবেন — আমরা জেলের অভ্যন্তরে থেকে জানবো, যে আন্দোলনের আমি সূচনা করে এসেছিলাম সেই আন্দোলনকে আপনারা সফল করে তুলেছেন। আমি জেলবন্দী থাকবো, সেখানে আমাদের আরও কমরেডরা আছেন। জেলের অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার যে চর্চা নিয়মিত তাঁরা করে থাকেন, তাতে অংশ নেবো। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যদি বেরিয়ে আসতে পারি সেদিন আবার আপনাদের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে আমি আগের মতই হাজির হবো। নাহলে আমার দেহটা থাকবে জেলের মধ্যে, কিন্তু আমার অন্তর — আমার ভালোবাসা থাকবে কুলতলির গরিব সাধারণ মানুষের পাশে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কুলতলির মানুষের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের আমার সম্পর্ক। তাঁরা আমাকে যে সম্মান, ইজ্জত ভালোবাসা দিয়েছেন, এবার গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমি দেখেছি, নারীপুরুষ নির্বিশেষে একদিকে তাদের চোখে জল, এবং অপরদিকে তাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তাঁরা বলেছেন — কমরেড আমরা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আগামীদিনে চলব, আপনাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে ভাল, নাহলে আমরাই আন্দোলন চালিয়ে যাব — শত অত্যাচারের মধ্যেও। এই কথাগুলো স্মরণ করে আজকের সভার কাছে আমার সংগ্রামী জীবনের অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।’

সভাশেষে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের হাতে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তুলে দেন লাল পতাকা। মালিকশ্রেণীর সেবাদাসত্ব করবার জন্য যে লাল পতাকা কাঁধ থেকে সব দলই কার্যত ধূলায় ফেলে দিয়েছে, যে লাল পতাকার মর্যাদাকে উচ্চে তুলে ধরে একমাত্র এস ইউ সি আই মেহনতী জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেই লাল পতাকা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হবার পর মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক লাল পতাকা কাঁধে কমরেড প্রবোধবাবুকে সামনে রেখে দলের নেতৃবৃন্দ এবং কুলতলির হাজার হাজার মানুষ চললেন আদালত অভিমুখে। আদালতের সামনে পৌঁছানোর পর কয়েকজন ভলান্টিয়ার সহ কমরেড প্রবোধবাবু চলে গেলেন ভিতরে। তারপর সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। বাইরে তখন অগণিত কর্মী-সমর্থকের স্লোগানে ধ্বনিত হচ্ছে দৃঢ় অঙ্গীকার। জেলের বাইরের উঁচু পাঁচিলে তারই প্রতিধ্বনি।

যাত্রীভরা বাসগুলো এসে থেমে গেছে, ভিড়ে আটকে পড়েছে। কন্ডাক্টাররা নেমে এসেছেন। এক কন্ডাক্টার এসে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কী হয়েছে ? এত লোক কেন ?’ চোখের জল মুছে কুলতলি থেকে আসা এক গরিব চাষী জবাব দিলেন, ‘কিছু হয়নি, সব ঠিক-ঠাক আছে,’ তারপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলগেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘শুধু এক নিরপরাধ সাচ্চা মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে এইমাত্র নিয়ে গেল’। তাঁর চোখে তখনও জল, কিন্তু কণ্ঠতো ভেজা নয়, কণ্ঠস্বর বরং দৃঢ়, ইস্পাত-কঠিন। কুলতলির চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের অন্তরে এখন এমনই ইস্পাত-কঠিন শপথ। কমরেড প্রবোধ পুরকাইত কারান্তরালে চলে যাওয়ায় যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে, কত দ্রুত সেটা পূরণ করা যায় —সেই লক্ষ্যে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

আলিপুর জেলের সামনে মানুষের ভীড়

মুর্শিদাবাদ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতিবাদ

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে (এস টি ডব্লু) মাশুল দ্বিগুণ-এর বেশি বাড়িয়ে প্রায় ১১ হাজার টাকা বাৎসরিক চার্জ করার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে আন্দোলন চলছে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর, দৌলতাবাদ, ডোমকল, জলঙ্গী ও রানিনগর গ্রুপ সাপ্লাই এলাকার প্রায় ৪ - ৫ শত বিদ্যুৎ গ্রাহকরা গত ১৭ আগস্ট ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে সমবেত হয়েছিলেন প্রতিবাদ সভায়। সভার প্রধান বক্তা অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস নানা দিক থেকে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে কেন এই ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে এবং একে প্রতিরোধ করতে হলে, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই সংগঠনের পতাকাতলে এসে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করা ছাড়া বাঁচার যে অন্য কোন বিকল্প নেই, সে কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশীষ চক্রবর্তী।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কর্ণাটকে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল

শিক্ষাকে ডব্লু টি ও-র আওতামুক্ত করা, মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রয়োজনায় পারকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে ও শিক্ষায় সরকারি ব্যয় ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বাঙ্গালোরে ছাত্র মিছিল

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে

— নীহার মুখার্জী

গত ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলাতে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী ও কাপুরুষোচিত কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, এই ধরনের কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে সন্দেহাতীতভাবেই অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান যে, এই ক্রমবর্ধমান বিপদকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তাঁরা যেন নিজ দেশে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

সুদূর আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে ৫ই আগস্ট জনসভা

দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে, সাগরপারে, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারের ভাতুবসতিতে ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণদিবসে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানত নির্মাণকর্মী ও অন্যান্য স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের এই সভায় স্মরণদিবস উপলক্ষে প্রিয় সাধারণ সম্পাদক "কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান — ৫ই আগস্টের সঙ্কল্প" (গণদাবী ৫৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা) থেকে পাঠ করেন কমরেড মহীউদ্দীন।

উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা না করে রিক্সা উচ্ছেদ করা চলবে না

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ কলকাতা শহর থেকে হাতে টানা রিক্সা উচ্ছেদের সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন —

"মানবিকতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে কলকাতা শহরের ২০/২৫ হাজার রিক্সা শ্রমিকের রুজি-রোজগার সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ব্যবস্থা না করে হাতে টানা রিক্সার লাইসেন্স বাতিলের যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে তা অত্যন্ত অমানবিক ও হৃদয়হীন। যে রিক্সা শ্রমিকেরা ফুটপাথে জীবন কাটিয়ে রিক্সা চালিয়ে কয়েক লক্ষ প্রাণীর মুখের গ্রাস জোটায়, তাদের জীবন ধারণের উপযুক্ত বিকল্প সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে তাদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

"রাজ্য সরকার দেশি-বিদেশি শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের কাছে কলকাতাকে উপভোগ্য নগরী বানানোর জন্য যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে বস্তি উচ্ছেদসহ একের পর এক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে তা নিম্নবিত্ত ও গরিব জনগণের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। কোন শুভবুদ্ধি ও মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ একে সমর্থন করতে পারে না।"

রায়গঞ্জে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

এস ইউ সি আই উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১-২ আগস্ট রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে, সর্বহারার মহান নেতা, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কোটেশন এগজিবিশন'-এর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার বৈপ্লবিক ভূমিকার উল্লেখ করে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মীদের করণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন।

প্রাথমিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ১১ আগস্ট এক বিবৃতিতে প্রাথমিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, একদিকে প্রাথমিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ফর্ম বিক্রি করা হয়েছে ঢালাওভাবে। ২০০ টাকা করে প্রতি ফর্মের দাম নেওয়া হয়েছে। পৌনে দু'লক্ষ ফর্ম বিক্রি করে কোটি কোটি টাকায় ঢালাও ব্যবসা করা হয়েছে। অথচ আসনসংখ্যা খুবই সীমিত। মাত্র কয়েক হাজার। ফলত এখন জনস্বার্থ নয়, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সরকার কাজ করছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা খুবই কম। বেশিরভাগ বেসরকারি। সেগুলিতে প্রচুর টাকা দিয়ে পড়তে হয়। ধার্য টাকার বাইরেও এই সব জায়গায় বেনামে (ডোনেশন ইত্যাদি নামে) হাজার হাজার টাকা নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মহিলাদের জন্য কোন সরকারি ট্রেনিং সেন্টার নেই। জেলায় একটিমাত্র সরকারি ট্রেনিং সেন্টার — কেলোমা ল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, যেটি পুরুষদের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ফলে ঐ জেলার মহিলা প্রার্থীরা হয় বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টারে প্রচুর টাকা দিয়ে ভর্তি হবে, আর যাঁদের ক্ষমতা নেই তাঁরা বঞ্চিত হবেন। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও এর কোন সুরাহা হয়নি।

চতুর্থত, কলকাতায় মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বেশ কিছু সরকারি ট্রেনিং সেন্টার আছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে এখানে পড়ার জন্য আবেদন করেছেন। পর্ষদের নির্ধারিত ফরমে হোম ডিস্ট্রিক্ট ছাড়াও দ্বিতীয় পছন্দের কথা জানানোর জন্য বলা হয়েছিল — তার ভিত্তিতেও অনেকে ফর্ম জমা দিয়েছেন। আবার অনেকে কলকাতার কাছাকাছি বৃহত্তর কলকাতায় থাকার সুবাদে কলকাতায় পড়তে চেয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এখানে খুশিমত আচরণ করার ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে

পঞ্চমত, কাউন্সেলিংয়ের সময় দলীয় পছন্দের ব্যক্তিদের রাখা হচ্ছে। যারা বর্তমানে প্রশাসনিক পদে নেই — তাদের রেখে দলবাজি করা হচ্ছে।

আমরা অবিলম্বে এইসব ন্যক্কারজনক জিনিস বন্ধ করে সুষ্ঠুভাবে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে যোগ্যদের নির্বাচিত করার দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে যে অসংখ্য প্রার্থী নির্বাচিত হচ্ছেন না, অথচ ফর্মের দাম বাবদ তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে — তাঁদের টাকা ফেরতের দাবি জানাচ্ছি।

উত্তর দিনাজপুরে ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন চালু, শিক্ষার বেসরকারীকরণ এবং স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা চালুর প্রতিবাদে ও বামুহাঘাটে অবিলম্বে ব্রিজ তৈরি, খোকসা হাইস্কুল ও মহারাজাহাট হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করার দাবিতে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে ১৫ আগস্ট শেরপুর আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কোকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই সম্মেলনে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে, এ আই ডি এস ও'র জেলা সভানেত্রী কমরেড মাধবীলতা পাল ও জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। প্রতিনিধি অধিবেশনে ৮৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড রেজাউল হককে সভাপতি এবং চিত্তরঞ্জন বর্মনকে সম্পাদক করে ১৪ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

পরিচারিকা সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলন

১০ আগস্ট সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উল্টোডাঙ্গা-বেলেঘাটা-সল্টলেক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বেলেঘাটায়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক দেব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড লিলি পাল। এছাড়া ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড পুষ্প পাল।

পরিচারিকাদের উপর সংঘটিত অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম কঠোর হাতে বন্ধ করা, বার্ধক্য ভাতা ও স্বাস্থ্যবিমা চালু করা সহ সাতদফা দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। বক্তারা প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা প্রথমে নারী, তারপরে পরিচারিকা। সমাজের একজন শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হলে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। আর তার জন্য চাই উপযুক্ত 'সংগঠন'।

সম্মেলন থেকে রেখা গোস্বামীকে সম্পাদিকা করে ২০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

শহীদ ক্ষুদিরাম স্মরণে

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান যোদ্ধা কিশোর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ৯৮তম শহীদ দিবস উপলক্ষে ১১ আগস্ট সকালে কলকাতা হাইকোর্টের পাশে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস এবং কমসোমলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী মিত্র এবং প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট জননেত্রী, এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যসেবী দেবকুমার বসু। এই সভায় বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যার্পণ করা হয়। ছবিতে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল গার্ড অব অনার জানাচ্ছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in